R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
২রা অক্টোবর, ২০০২ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

পালস পোলিও কর্মসূচী ব্যর্থ হওয়ায় জঙ্গিপুর মহকুমা জুড়ে আবার পোলিও খাওয়ানোর হিড়িক

বিশেষ সংবাদদাতা : সারা রাজ্যের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমাতেও গত বছর পালস পোলিও কর্মসূচীতে পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের পোলিও খাওয়ানো হয়। কিন্তু এই মহকুমার সিংহভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অভিভাবকরা শিশুদের পোলিও খাওয়াননি বা স্বাস্থ্য-কর্মীরাও তাদের কাছে পেঁছাতে পারেন নি। ফলতঃ ঐ সব এলাকায় শিশুরা পোলিও রোগাক্রান্ত হয় বলে খবর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র জঙ্গিপুর মহকুমাতেই গত ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর পুনরায় পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের ব্যাপকভাগে পোলিও খাওয়ানো হয়। জেলা শাসক, জেলা সভাধিপতি, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ২৯ সেপ্টেম্বর পালস পোলিও কর্মসূচীর প্রথম দিন থেকে জঙ্গিপুর মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুরা এই কর্মসূচী থেকে বাদ না যায়। এমনকি মহকুমা শহরের এপার ওপারের বাসষ্ট্যান্ডে পর্যন্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের মোতায়েন করা হয়। সেখানে বাস যাত্রীদের শিশুদের মধ্যেও পোলিও খাওয়ানো হয়। পোলিও খাওয়ানো নিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে স্বাস্থ্য কর্মীদের বচসাও হয় বলে খবর। জানা যায় গত বছর (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাজ্য সম্মেলনের নামে স্কুলকে চাপ দিয়ে এ, ডি, আই-দের টাকা আদায় চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহরমপুর রবীন্দ্রভবনে আগামী ২৮ অক্টোবর এ, ডি, আইদের (প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী) রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে। এই উপলক্ষে জেলার স্কুলগুলো থেকে এ, ডি, আই-রা এক রকম জুলুম করে চাঁদা আদায় শুরু করেছেন। প্রতিপদে ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছেন এই সব পদস্থ প্রশাসক কর্মীরা। প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নাকি মাথা পিছু ২০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। এছাড়া জুনিয়র স্কুল ব মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক স্কুলের জন্য ৮০০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। এভাবে স্কুলগুলোকে চাপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় চলছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুলগুলো থেকে। সম্মেলনের চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে জেলাতে এ, ডি, আই শুভেন্দু দত্ত ও জঙ্গিপুরে এ, ডি, আই প্রশান্ত চৌধুরীর মধ্যে বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এইভাবে জুলুম করে পয়সা আদায় এর আগে কখনো হয়নি বলে কয়েকজন শিক্ষক অভিমত প্রকাশ করেন। সম্মেলনের নামে এইভাবে টাকা আদায় কতটা সমর্থনযোগ্য শিক্ষা দপ্তর ভেবে দেখুন।

আউটডোর থেকে টি বি প্রোজেক্টের মোটর সাইকেল চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : টি বি প্রোজেক্ট থেকে পাঠানো মোটর সাইকেলটি গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাতে জঙ্গিপুর হাসপাতালের আউটডোর থেকে রহস্যজনকভাবে চুরি যায়। মহকুমার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টি বি রোগীদের জন্য ওষুধপত্র পাঠানোর কাজে মোটর সাইকেলটি ব্যবহার হ'ত বলে জানা যায়। পুলিশ চুরির সন্দেহে হাসপাতালের জেনারেটর অপারেটরসহ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে।

স্কুল থেকে মিড ডে মিলের চাল চুরির ঘটনা রহস্যেই থেকে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ৭০ জন ছাত্রের মধ্যে বিলির জন্য মিড ডে মিলের ২৪ বস্তার মোট ১২ কুইন্টাল চাল আসে গত ১৩ সেপ্টেম্বর। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশে ঐ চাল স্কুলের সিঁড়ির ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। পরবর্তীতে ঐ চাল ছাত্রদের মধ্যে বিলি না হয়ে ঘর বন্দী থেকে যায়। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর তালা খুলে দেখা যায় ৬ বস্তা চাল কম। চালের বস্তা উধাও নিয়ে স্কুলে গুঞ্জন শুরু হয়। জানা যায় স্কুলের দু' সেট চাবির মধ্যে এক সেট থাকে করণিকের কাছে, আর এক সেট থাকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ— ৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ বিপন্ন নিরাপত্তা ॥

গত ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গুজরাটে গান্ধীনগরস্থ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে জঙ্গী-হানায় পঞ্চাশ জন মারা যান এবং প্রায় একশত জন আহত হন বলিয়া খবরে জানা যায়। ঘটনাটি আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড্ ট্রেড সেন্টারে জঙ্গীহানার মতই বিস্ময়কর এবং মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের মত ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'-র পরিচায়ক। এই বিখ্যাত মন্দিরটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী ধর্মীয় গোষ্ঠী 'স্বামীনারায়ণ' সম্প্রদায়ের। মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় যখন বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, তখনই জঙ্গীরা মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করে এবং এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করিয়া নরমেধযজ্ঞে মাতিয়া উঠে।

প্রায় ২৩ একর জমিতে বিশাল কমপ্লেক্সস-এ নির্মিত মন্দিরটি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের বাসভবন ও রাজ্যসচিবালয়ের নিকটস্থ বলিয়া অবস্থানের যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করিতেছে। এমন উচ্চ নিরাপত্তা-সম্পন্ন এলাকার মধ্যে জঙ্গীরা রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন-পূর্বক কী করিয়া অতি দুঃসাহসের কাজ করিতে পারিল, তাহা ভাবিবার বিষয় হইলেও আশ্চর্যের কিছু নাই, কারণ জঙ্গীরা আমেরিকার ধনজন শক্তিকে যেভাবে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহাতে ভারতকে বেগ দিতে তাহাদের বাধিতে পারে না। তবে এই জঙ্গীহানায় কয়েকটি বিষয়ে অনেকেই কিছু চিন্তাভাবনা করিতেছেন। জঙ্গীরা ঠিক কতজন ছিল, গোয়েন্দা বিভাগ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে নাই। দুইজন জঙ্গী সংঘর্ষে নিহত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা দুইজন হইতে চারিজন ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু বিপুল অস্ত্রসম্ভার ও বিস্ফোরক লইয়া তাহারা মন্দির চত্বরে প্রবেশ করিল কেমন করিয়া, ভাবিবার বিষয়। ভারতের অভ্যন্তরে নানা জায়গায় মাফিয়াদের ক্রিয়াকলাপ এবং বাহির হইতে জঙ্গী-সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ ও আঘাত হানার তথ্যাদি এই দেশের গোয়েন্দা দপ্তর সন্ধান করিতে ব্যর্থ হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। ইহার জন্য রাজ্য বা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমালোচিত ও নিন্দিত হইতেছে। আজ এই দেশে বিপন্ন নিরাপত্তা লইয়া সকলকে দিন কাটাইতে হইতেছে।

খবরে জানা গিয়াছে যে, জঙ্গীরা প্রায় ১৫ ঘন্টা সমানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করিয়াছে। যথেষ্ট পরিমাণ গুলি, গ্রেনেড প্রভৃতি সঙ্গে না থাকিলে ইহা সম্ভব ছিল না। অন্যের অলক্ষ্যে তাহারা হয়ত মন্দির চত্বরে গোপনে অস্ত্রশস্ত্রাদি জমা করিতে কিংবা সরবরাহজনিত সহায়তা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জঙ্গীরা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দীর্ঘসময় ধরিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় মনে হয়, মন্দির চত্বরের এদিক-সেদিক তাহাদের যথেষ্ট পরিচিত।

এখন প্রশ্ন এই যে, দেশের মানুষেরও সম্পত্তির সুরক্ষা সাধনের কী উপায় হইতে পারে? তবে কি দেশের 'আনাচে-কানাচে', গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে চব্বিশ ঘন্টা নিরাপত্তা ও কম্যান্ডোবাহিনী মোতায়েন রাখিতে হইবে? দেশে গোয়েন্দা বিভাগের নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মতৎপরতা থাকিলে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনের তরফে দৃঢ়তা থাকিলে ও সর্বোপরি সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেশের মানুষের ও সম্পত্তির নিরাপত্তা-রক্ষার জন্য একাত্মতা থাকিলে যে কোনও প্রকার বিপর্যয়কে দূরে রাখিতে পারা যাইবে। অন্যথায় ও ব্যর্থতায় দেশের সর্বনাশ। কোন্‌টি কাম্য, তাহা কাজের মাধ্যমে বুঝা যাইবে।

জাতির জনক মহাত্মাজীর আদর্শ ও আজকের সমাজ

মুক্তা ঘোষাল

এই ছোট্ট সমীক্ষাটি যখন লিখতে বসেছি তার ঠিক একদিন আগেই টেলিভিশন ও রেডিও মারফৎ দুঃসংবাদ পেলাম যে গতকল্য বিকেলে (২৪-৯-০২) জঙ্গীরা গুজরাটের গান্ধীনগরে 'স্বামীনারায়ণ' মন্দিরের চত্বরে ঢুকে প্রার্থনারত অসহায় ভক্তদের উপর নিষ্ঠুরভাবে গোলাগুলি চালিয়ে অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। গুজরাট প্রদেশেরই পোরবন্দরে আজকের "জাতির জনক" মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আবির্ভূত হয়েছিলেন ২রা অক্টোবর।

জন্ম থেকেই তিনি যেন দেশের জন্য বলি প্রদত্ত ছিলেন। কথায় ও কাজে ছিল তাঁর অবিকল মিল। বজ্রকঠিন ছিল তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র। তাঁর অনমনীয় মনোভাব ও চারিত্রিক দৃঢ়তাই ব্রিটীশ লালচক্ষুরা তাঁর সিদ্ধান্তের কাছে বার বার মস্তক অবনত করেছিল সেদিন। তাই আজো কোটি কোটী ভারতীয়দের কাছে তিনিই 'জনক' উপাধিতে ভূষিত ও পূজিত। আজকের এই স্বাধীন ভারতবর্ষকে সেদিন ব্রিটীশদের দুশো বছরের অপশাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে মহাত্মাজীর অনলস প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল লেখা থাকবে। অহিংসার মাধ্যমেই সেদিন মহাত্মাজী ভারতকে ইংরেজদের কবলমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অহিংসার পন্থায় অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে সেদিন তাঁকে বহু সমস্যা ও কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং বহু ঐতিহাসিক নেতৃবৃন্দ ও সমালোচক "তাতে স্বাধীনতা বিলম্বিতই হয়েছিল"—এই কূটোক্তও করতে কসুর করেননি সেদিন। মহাত্মাজী কিন্তু তাতে হাল ছাড়েননি। তিনি নিজের মতাদর্শের মজবুত পথেই "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"—এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই পদক্ষেপ ফেলেছিলেন। অহিংসার সেদিনের সংগ্রাম ছিল মহাত্মাজীর এক রাজনৈতিক রেনেসাঁস। যদিও ব্রিটীশ রাজশক্তি এই আসমুদ্র বিপ্লব বা উত্থানকে সেদিন দেশদ্রোহিতা বা রাজদ্রোহিতা বলেছিল। বিংশ শতাব্দীর একজন সফল ও সক্রিয় যোদ্ধা মহাত্মাজী। কার্যক্ষেত্রে কখনও কখনও অনশন ছিল তাঁর কাছে মারণাস্ত্র। তা সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বহুবার সাফল্য অর্জনও করেছিলেন। আধ্যাতিকতায়ও চরম বিশ্বাসী, অনমনীয় সিদ্ধান্তে অবিচল ও কঠিন নিয়মানুবর্তিতার বর্মে ঢাকা ব্যতিক্রম চরিত্রই তাঁকে জীবন-যুদ্ধে জয়মাল্য আনতে সহায়তা করেছিল।

এতো গেল মহাত্মাজীর জীবনচরিত নিয়ে একটি কণামাত্র আলোকপাত। তাঁর মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল সেদিন "কত বীরের রক্তস্রোতে ও কত শত মাতার অশ্রু-ধারায়।" কত বীর সেদিনের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা আনতে অকাতরে শহীদ হয়েছিলেন, কত ভারতমাতার বীর সন্তান সেদিন অবলীলাক্রমে লাঞ্ছিতা ভারতমাতাকে রক্ষা করতে ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন দ্বিধাহীন চিত্তে।

গান্ধীজীর জন্মশতবার্ষিকীতে, তামাম্ হিন্দুস্তানের তথা আসমুদ্র হিমাচলের দিকে চোখ ফেরালে প্রাণটা যেন আঁতকে ওঠে এক অজানা আশংকায়। দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের শ্লোগান, জঙ্গীদের মারণ চিৎকারে আকাশ আজ প্রকম্পিত, বিভিন্ন প্রকার সমাজবিরোধী গোষ্ঠীদের রমরমা ঘৃণ্য কার্যকলাপে ভারতবর্ষের আকাশে আজ দুর্যোগের কালো ঘনঘটা। অহিংসার পূজারী বলে পূজিত জাতির জনক মহাত্মাজীর আদর্শ যেন (৩য় পৃষ্ঠায়)

নিখিলবঙ্গ নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি দক্ষিণবঙ্গের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ সেপ্টেম্বর ধুলিয়ান পৌরসভার ডরমেটরী হলে নিখিলবঙ্গ নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি (সিটু) দক্ষিণবঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০০ প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন তুষার দে, সম্পাদক সি, আই, টি, ইউ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক শুভাশিস মজুমদার, জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান, চিত্তরঞ্জন সরকার, অমিতাভ বিশ্বাস, মহাঃ আজাদ ও মহাঃ আফাজুদ্দিন। সম্মেলনে এক সাংবাদিক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তুষার দে ও শুভাশিস মজুমদার। তুষার দেকে প্রশ্ন করা হয়— মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাস্তার উপর বাঁশ দিয়ে যে কর আদায় করা হয় তা বেআইনি। আপনারাও কি এক মত? উত্তরে শ্রীদে জানান বর্তমান সময়ে বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে যে ব্যবস্থা চালু আছে তা আর চলে না। কারণ এ সময়টা দ্রুত গতির। অনেক সময় রাস্তা জ্যাম হয়ে যায়। কর্মী নিয়োগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিতে যে সমস্ত কর্মী নিয়োগ হচ্ছে তা সম্পূর্ণ বেআইনি। সরকারের সমস্ত নিয়োগ পদ্ধতিকে তারা মানছে না। জানতে চাওয়া হয়—ফরওয়ার্ড ব্লক তাদের কর্মীদেরই নিয়োগ করছে? প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুখ খুলতে রাজি হন না। তবে জানান, ৭২/৭৩ সালে যে প্রক্রিয়ায় কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে বর্তমানে সেভাবে নিয়োগ করা যায় না। শুভাশিস মজুমদারকে চেক পোষ্টের বৈধ্যতা জানতে চাওয়ায় তিনি জানান—রাস্তায় বাঁশ দিয়ে কর আদায়ের কোন বৈধ্যতা নেই। প্রশ্ন—চেক পোষ্টের মাধ্যমে যে টাকা আদায় হয় সে টাকা কি হয়? তিনি বলেন আদায়কৃত টাকার একটা অংশ দিয়ে কর্মচারীদের বেতন ও অফিস পরিচালনা করা হয়। অপর অংশ দিয়ে এলাকায় অপরিকল্পিত-ভাবে বিনগন পর্ষদের ইচ্ছানুসারে উন্নয়নমূলক কাজ করা হয় এবং বাকি ২০ ভাগ টাকা বিপণন পর্ষদকে দেওয়া হয়।

ধুলিয়ানে জিটস্ ক্যুরিয়ার মানুষের বিশ্বাস হারাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জিটস্ ক্যুরিয়ার সার্ভিসের ধুলিয়ান শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন মূল্যবান কাগজপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আদান-প্রদান করার জন্য এখানে গৌতম সাহা নামে একজন এজেন্ট রয়েছেন। তিনি বিজেপি নেতা বলেও পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ভুক্তভোগীর অভিযোগ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বা চিঠি নিয়ম মত টাকা নিয়ে রসিদ দিলেও পরবর্তীতে সেইসব জিনিস গন্তব্যস্থানে পেঁছাল কিনা সে ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেন না বা সদুত্তর দেন না। সম্প্রতি ধুলিয়ান থেকে এক ব্যক্তি তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এই ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে এখান থেকে আজিমগঞ্জ পাঠান। কিন্তু এক মাসেও সেখানে ঐ সব কাগজপত্র পৌছয়নি বা ফেরত আসেনি। যার রসিদ নং ২৪০৮ তাং ১৬-৫-০২। তিনি বার বার গিয়ে গৌতম সাহাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন সদুত্তর পাননি। ক্যুরিয়ার সার্ভিসে সাধারণতঃ মানুষ চিঠিপত্র পাঠায় তাড়াতাড়ি পৌছনর জন্য। কিন্তু এখানে অভিজ্ঞতা বিপরীত। এই ক্যুরিয়ারে মাঝে বেশ কিছু বেকার ছেলে মেয়ে চাকরীর দরখাস্ত ফরম নির্দ্ধারিত ঠিকানায় পাঠালে সে সব কাগজপত্রও নাকি পৌছয়নি।

দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদার পুরসভা থেকে বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি জঙ্গিপুর পুরসভার এক ঠিকাদারের ব্রাশ কেলেংকারী নিয়ে উপ-পুরপতির অভিযোগ মতো পুরপতি একটা তদন্ত কমিটি করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর তদন্ত কমিটির সভায় অভিযুক্ত ঠিকাদার আনিসুর রহমানের ব্রাশ সরবরাহে দুর্নীতি প্রমাণিত হয়। শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ঐ ঠিকাদারকে পুরসভা থেকে বাতিল করা হয় বলে খবর।

ফেডারেশনের কর্মচারীরা আন্দোলনের পথে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি গত ৯ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ৩২ দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনে নামে। মহকুমার বিভিন্ন অফিসে তারা প্রচারে যান। প্রধান দাবীগুলোর মধ্যে ছিল—সকলের জন্য ন্যূনতম ৮.৩৩% বোনাস, কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, মৃত বা অক্ষম কর্মচারীর পরিবারের একজনকে চাকরী, অনিয়মিত কর্মীদের স্থায়ীকরণ, কর্মী সংকোচন ও কন্ট্রাক্ট সার্ভিস বাতিল ইত্যাদি। ১৯ সেপ্টেম্বর মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে মিছিল সহকারে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। এতে নেতৃত্ব দেন মহকুমার সভাপতি মহাদেব মিশ্র, সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

আদর্শ ও আজকের সমাজ (২য় পৃষ্ঠার পর)

ভুলুণ্ঠিত। "যেমত ভন্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলীয়ান"— এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিই আজ বিরাজমান আনাচে কানাচে।

ভারতের উত্তর সীমান্তে কাশ্মীরে ঘটে চলেছে অবিরত গোলাগুলি বর্ষণ—এ যুদ্ধ, যুদ্ধ নয়, এ যেন নিধন যজ্ঞ চলছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে সেদিনের নেতৃবৃন্দের গৃহীত সিদ্ধান্ত তথা ভারতকে দুটকরো করার মধ্যে একটা সংকীর্ণ ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল, আজকের প্রজন্ম তা ভালভাবেই বুঝতে পারছেন নিয়ত—আর তার অসংখ্য খেসারত দিয়ে চলেছি আমরা—স্বাধীনতা লাভের ৫৫ বৎসর পরেও। কী বিয়োগান্ত পরিণতি ও পরিস্থিতি আমাদের!

মহাত্মাজী নিজ জীবনকে বলি দিলেন ইং ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী। একটা বিরাট যুগের সেদিন অবসান ঘটেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সেদিনও ভারতের আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছিল। ভারতের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অহিংসার নীতি বিসর্জন দিয়ে কতিপয় সমাজবিরোধীরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য কর্ণধারদের বিভ্রান্ত করে চলেছে। আজকের একটি ছোট শিশুর মুখেও দেশ সম্পর্কে আপশোষ করতে শোনা যায়। সেদিনের অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও অগণিত ভারতীয়রা আজ যেন দিকভ্রান্ত নাবিকের মত। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই শুধু এসছে—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজো দুরঅস্ত!

এই বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে সেদিনের মহাত্মাজী স্বাধীনতা আন্দোলনের মন্ত্র হিসাবে যে "অহিংসবাদ" প্রচার করে আদর্শ পবিত্র ও মহান ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন আজকের সমাজ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে তার বাস্তব প্রয়োগ কতটা ঘটেছে তার বিশ্লেষণ করতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। গান্ধীজয়ন্তীর এই পবিত্র দিনটি শুধুমাত্র তাঁর আবক্ষ মূর্ত্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে আজকের তথাকথিত জনদরদী কতিপয় নেতৃবৃন্দের মাল্যদান, তত্ত্বমূলক বক্তৃতার কচ্‌কচানি আর বেলুনের ফানুসের মত অজস্র শপথ গ্রহণ, বড়জোর হাসপাতালে দুঃস্থ রোগীদের ফল ও মিষ্টি বিতরণ—তাতেই সব কর্ত্তব্য শেষ! অফিসে আদালতে মাথার উপরে জাতির জনকের জীর্ণ ছবি অবহেলায় আজো ঝুলতে দেখা যায়। যেন তাঁর মহান আদর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোরই একটা নামান্তর মাত্র।

রাজা মার্কেটে ঘর ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলার রাজা মার্কেট-এ একতলা ও দোতলার ঘরগুলো ব্যবসার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন—

ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ৬৬৫৬৩

সকাল ৯টা—১২টা, বিকেল ৪টা—৭টা

সরাসরি যোগাযোগ—মডার্ণ হোমিও সেন্টার

রাজা মার্কেট (দোতলা)

প্রতিবন্ধী সহায়ক শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৯ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুরে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে প্রতিবন্ধী সহায়ক শিবির হয়ে গেল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা সরকারী প্রতিবন্ধী ও সমাজকল্যাণ দপ্তর। এর সঙ্গে সহযোগিতা করে রঘুনাথগঞ্জের শ্রীমা শিল্প নিকেতন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লক আধিকারিক অঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সভাপতি জহরলাল সরকার, রঘুনাথগঞ্জ-২ শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক দীনবন্ধু সাহা এবং শ্রীমার পক্ষে বিজয় মুখার্জী, রবীন্দ্রনাথ পাল ও মোঃ আবদুল্লাহ মোল্লা প্রমুখ। প্রায় ১৫০০ প্রতিবন্ধীর চিকিৎসা করা হয় এবং যন্ত্রপাতি ও ওষুধপত্র দেবার জন্য নাম নথিভুক্ত করা হয়।

আসন্ন পুজোয় মহকুমা শাসকের নিষেধাজ্ঞা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পুনীত যাদব আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে মহকুমাবাসী ও পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু সতর্কতা জারী করেছেন। ৬৫ ডেসিবেল শব্দ সীমার মধ্যে সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পুজো মন্ডপের মধ্যে মাইক বাজানো কার্যকরী করেছেন। চোঙাকৃতি মাইক ব্যবহার করা চলবে না এবং 'সাউন্ড লিমিটার' ব্যবহার করতে হবে। এর সঙ্গে নিষিদ্ধ বাজিপটকা ব্যবহারও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছেন মহকুমা শাসক।

সরকারী কর্মচারীদের স্মারকলিপি পেশ মুখ্যমন্ত্রীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নব পর্যায়) জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি কেন্দ্রীয় কর্মসূচী অনুযায়ী জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চার দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করে গত ১৩ সেপ্টেম্বর। কর্মচারীদের দাবীগুলি ছিল প্রাপ্য দিন থেকে চার কিস্তি মহার্ঘ্যভাতা প্রদান, সকল কর্মচারীর জন্য ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস, শূন্য পদে বেকারদের নিয়োগ ও চাকরীরত অবস্থায় মৃত কর্মচারীর পোষ্যের একজনের চাকরী প্রদান এবং বেসরকারীকরণ দপ্তর তুলে দেওয়া ও চুক্তিতে নিয়োগ বন্ধ করা প্রভৃতি।

চাল চুরির ঘটনা রহস্যেই থেকে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কুলের দুই পিওনের হেফাজতে। এরপর ২৩ সেপ্টেম্বর রহস্যজনকভাবে আরো ১৩ বস্তা চাল উধাও হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের গোপনে খবর দিয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ৭০ জন ছাত্রের মধ্যে ৩ বস্তা চাল গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিলি করে দেন। এরপর বাইরে থেকে কয়েক বস্তা চাল কিনে এনে স্কুলে ঢোকাতে গেলে গ্রামের লোকেরা বাধা দেয় ও সাগরদীঘি থানায় খবর দেয়। থানার এক এ এস আই গত ২৮ সেপ্টেম্বর ঘটনার তদন্তে স্কুলে আসেন। অন্যদিকে শিক্ষকরা স্কুলের ভাবমূর্ত্তি রক্ষার তাগিদে ২৮ সেপ্টেম্বর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে নিয়ে এক সভায় বসেন। শেষে খোয়া যাওয়া চাল ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে নিজের দায়িত্বে কিনে দিয়ে সমস্যার সমাধানে রাস্তা বার করা হয়। পুলিশও নাকি এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করে বলে খবর।

জঙ্গিপুর সংবাদ

শারদ সংকলন—২০০২

অন্যবারের মতো এবারও আপন ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বার হচ্ছে।

দাম ঃ পনর টাকা মাত্র।

স্কুল নির্বাচনে কংগ্রেস সবগুলোতে জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৯ সেপ্টেম্বর সাগরদীঘি এস এন উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতির নির্বাচনে ১২টি আসনে কংগ্রেসের ৬ জন ও সিপিএমের ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চরম উত্তেজনার মধ্যে কংগ্রেসের ৬ প্রার্থীই নির্বাচিত হন। কোন অশান্তির খবর নেই।

পোলিও খাওয়ানোর হিড়িক (১ম পৃষ্ঠার পর)

পোলিও কর্মসূচী পালনের পরও রাজ্যে ১৮ জন পোলিও রোগাক্রান্ত শিশুর খোঁজ মেলে। তার মধ্যে ১৭ জনই জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ ও সুতী-২ ব্লকের। একজন বীরভূমের মুরারই-এর। যদিও এবার পোলিও খাওয়ানোর কর্মসূচী মহকুমার সাতটি ব্লক ছাড়াও জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান পুর এলাকাতে পালন করা হয়। গত বছর শুধুমাত্র স্বাস্থ্য কর্মীরা এই কর্মসূচী সফল করতে না পারায় এবার প্রতি ব্লকে বিডিও-র একজন কর্মী, পঞ্চায়েতের একজন জনপ্রতিনিধি, একজন স্বাস্থ্য কর্মী ও একজন আই সি ডি এসের কর্মী মিলে মোট চারজনের দল পোলিও খাওয়ানোর আগে শিশুর অভিভাবকদের সচেতনতার কাজে নামেন বলে জানা যায়। মহকুমার এক প্রশাসনিক অধিকর্তা জানান, এবার পোলিও না খাওয়ালে মুসলিমদের রেশন কার্ড কেড়ে নেবার বা বি পি এল তালিকা থেকে নাম ছাঁটাই করার ভীতি প্রদর্শন করেও এলাকায় প্রচার চালানো হয়। কারণ, মুসলিমদের বদ্ধমূল ধারণা পোলিও খেলে শিশুরা বন্ধ্যা হয়ে পড়বে। মৌলবিদের এই কুসংস্কার ভাঙতে এলাকায় জোর প্রচার চলে। কারণ কোনও একজন শিশু এই কর্মসূচী থেকে বাদ পড়লে কর্মসূচীর পুরো উদ্দেশ্যই সরকারের ব্যর্থ হচ্ছে।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, তসর ও গরদের ব্লাউজ পিসসহ ছাপা শাড়ী, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।